প্রথম আলো

31 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ...

ফিজিওথেরাপি কলেজ ভবন নির্মাণের দাবি

অনশনরত শিক্ষার্থীদের আত্মাহুতির হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আজ রোববার ফিজিওথেরাপি শিক্ষার্থীদের অনশন কর্মসূচি অষ্টম দিনে পড়ল। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা গতকাল দুপুরে মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে ও কাঁধে কফিন নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল বের করেন। শিক্ষার্থীদের দাবি, তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ ভবন নির্মাণ করতে হবে। দাবির বাস্তবায়ন না হলে আগামী মঙ্গলবার আত্মাহুতি দেওয়ার মতো কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে বলে হুমকি দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তার মধ্যে পাঁচজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধীনে পরিচালিত পাঁচ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব ফিজিওথেরাপি কোর্সের শিক্ষার্থীদের নিজস্ব কোনো কলেজ বা ক্যাম্পাস নেই। তাঁদের ক্লাস হয় পঙ্গু হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বেগম খালেদা জিয়া মেডিকেল কলেজ ও মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট—এই পৃথক চারটি প্রতিষ্ঠানে। একই দিনে একাধিক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে হয়। শিক্ষার্থীরা এই ব্যবস্থার অবসান চান। তাঁদের দাবি একটি স্বতন্ত্র কলেজ ভবন নির্মাণের।

পর্যাপ্ত অবকাঠামোসহ স্থায়ী কলেজ ভবন নির্মাণের দাবিতে শিক্ষার্থীরা গত বছরের ২৫ নভেম্বর প্রথম অনশন শুরু করেন। তখন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে সাত দিনের সময় নিয়ে অনশন স্থগিত করানো হয়। কিন্তু কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা ১৭ জানুয়ারি পুনরায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনশন শুরু করেন। অনশনের তৃতীয় দিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ মনির হোসেন তিন দিনের সময় নিয়ে অনশন স্থগিত করেন। কিন্তু তার পরেও ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি।

বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি স্টুডেন্ট ইউনিয়নের ব্যানারে অনশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আরিফুর রহমান বলেন, 'শিক্ষকেরা প্রাতিষ্ঠানিক অভিভাবক। কিন্তু আমাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক অভিভাবকই নেই। অতিথি শিক্ষকেরা আমাদের কষ্ট বুঝতে চান না।' তিনি বলেন, আন্দোলনের কারণে পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু আন্দোলন করার কারণেই ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

একই বর্ষের মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি আদান-প্রদান, অস্থায়ী শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগের মতো প্রশাসনিক কাজও করতে হচ্ছে আমাদের। এমনকি অনেক সময় অস্থায়ী শিক্ষকদের চা-নাশতার ব্যবস্থা আমরাই করি।'

এদিকে গত বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন) খন্দকার মো. সিফায়েত উল্লাহ স্বাক্ষরিত চিঠির মাধ্যমে অনশনরত শিক্ষার্থীদের জানানো হয়, আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে কলেজ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনসহ অন্যান্য কাজ শুরু হবে। কিন্তু এতে শিক্ষার্থীরা আশ্বস্ত হতে পারছেন না।

এ ব্যাপারে খন্দকার মো. সিফায়েত উল্লাহ মুঠোফোনে প্রথম আলোকে জানান, কলেজ নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে রাজধানীর মহাখালী এলাকায় পাঁচ একর জমি সরকার নির্ধারণ করেছে। আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে কলেজের ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি স্টুডেন্ট ইউনিয়নের আহ্বায়ক রাসেল রানা বলেন, 'এ ধরনের প্রহসনমূলক আশ্বাস আগেও একাধিকবার দেওয়া হয়েছে। অথচ আমরা কিছুই পাইনি।' কলেজ ভবন নির্মাণের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা ও বাস্তবায়ন শুরু না হওয়া পর্যন্ত অনশন চলবে বলে তিনি জানান।